63

ভোরের কাগজ

তারিখ ...27 NOV. 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...৩...

'ভর্তি পদ্ধতি' সম্পর্কে

গত ৩০ অক্টোবর 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় অর্ধেন্দু প্রসাদের এবং গত ১৯ অক্টোবর শ্রাবণী বসাকের ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে লেখা দুটি পড়লাম। একজন বলেছেন, ভর্তি পরীক্ষায় স্কোরিং সিস্টেম চালু, একজন বলেছেন এ পদ্ধতি ঠিক নয়। আমি অর্ধেন্দুর অবগতির জন্য বলছি, শহরের ছাত্ররা যারা পরিশ্রম করে নম্বর পায়, তাদের নম্বরের মূল্য আছে বলেইতো ১৩০০/১৩৫০ -এর কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্ররা মেডিকেল বা বুয়েটে আবেদন করার সুযোগ পায় না। আর স্কোর বাদ দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা হলে যে SSC আর HSC পরীক্ষার পার্থকতা থাকবে না এমন উদ্ভট যুক্তিও আপনি জোরালোভাবে দেখাতে পরবেন না। কারণ এ পদ্ধতি চালু হওয়ার আগেও শুধু ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে (স্কোর ছাড়া) অনেকে মেডিকেল বা বুয়েটে চান্স পেয়েছে। SSC এবং HSCতে ভালো না করলেতো কেউ আবেদনই করতে পারবে না। গ্রাম থেকে আসা (সবাই নয়) অথবা নকল করে স্টার অথবা ৮০০ মার্কসধারী ছাত্রদের সঙ্গে শহরের মেধাবী পরিশ্রম করে পাস করা ৭০০ মার্কসধারী ছাত্ররা কি স্কোরের দিক দিয়ে মার খেয়ে যাচ্ছে না? অনেক ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় কম পেয়েও স্কোর বেশি থাকার কারণে ওরা চান্স পেয়ে যায়, শহরের অথবা মেধাবী ছাত্রটি পায় না। এ রকম আরেকটা ত্রুটি কোটা সিস্টেম। ফলে একই ঘটনা ঘটছে। বড়ো বড়ো শহরে প্রতিযোগিতা বেশি থাকায় অনেক বেশি নম্বর পেয়েও অনেকে মেডিকেলে চান্স পায় না; কিন্তু কম পেয়েও মফস্বলের ছেলেমেয়েরা সুযোগ পায়।

তাহলে কি প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্ররা বড়ো বড়ো শহরের মেধাবী ছাত্রদের চেয়েও বেশি মেধাবী? নম্বর দিয়েই যদি মেধা যাচাই করা হয় তাহলে ভর্তি পরীক্ষা তুলে দিয়ে শুধু স্কোর দেখে দেখে ভর্তি করলেই হয়। তারপর স্কোর দেখে দেখে চাকরি, স্কোর দেখে দেখে বেতন।

তনুশ্রী দাস
ইইপিসি (১ম সেমিস্টার)
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট।